ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৫৫ ● কলকাতা ● ১৪ পৌষ, ১৪৩০ ● রবিবার ● ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সালমানের জন্মদিনে করণের বিশেষ ঘোষণা

পৃঃ ৫

ম্যানসিটি মেসি আর স্প্যানিশ মেয়েদের মুগ্ধতা

পৃঃ ৬

সারনা ধর্ম কোডে'র দাবিতে সড়ক অবরোধ লালমাটির দেশে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সারনা ধর্ম কোডের দাবিতে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ভারত বনধকে সফল করতে রেল রোকো আন্দোলন প্রত্যাহারের পরে আদিবাসীরা পুরুলিয়া-বাঁকুড়া ৬০এ জাতীয় সড়ক অবরোধ শুরু করেছেন। হুড়া থানার লালপুর মোড়ে চলছে এই অবরোধ। এর জেরে বহু যানবাহন আটকে পড়েছে রাস্তায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুরুলিয়ার হুড়া থানার পুলিস।এদিকে আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের প্রভাব পড়ল বাঁকুড়ার ছাতনা থানা এলাকাতেও। বাঁকুড়ার ছাতনা থানার অঙ্কিত মোড়ে সারনা ধর্ম কোডের দাবিতে বাঁকুড়া শালতোড়া রাজ্য সড়ক অবরোধ করে শুরু বিক্ষোভ। এজন্য গঠন করা হয়েছে 'রাষ্ট্রীয় আদিবাসী সমাজ সারনা ধর্ম রক্ষা অভিযান' বা 'আরএএসএসডিআরএ' কমিটি। পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, অসম ও বিহারের আদিবাসীরা এই কমিটিতে সামিল। আন্দোলনকারীদের সঙ্গে কথা বলছে পুলিস। তবে আজ পুরুলিয়ায় কখনও রেল, কখনো সড়ক অবরোধের জেরে দুর্ভোগের শিকার সাধারণ মানুষ।

কিন্তু কী এই সারনা ধর্ম কোড? শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, ছত্তীসগঢ়, অসম বিহারের হাজার হাজার আদিবাসীরা প্রায় এক দশক ধরে তাঁদের জন্য একটি আলাদা ধর্মপরিচয়ের স্বীকৃতি চাইছেন। সেটাই 'সারনা ধর্ম'। তাঁদের দাবি, দেশের পরবর্তী

এরপর ৩ পাতায়

ভোট বয়কট বিএনপির ঐতিহাসিক ভুল?

বাংলাদেশে বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আর মাত্র দশ দিন বাকি। দেশটির প্রধান বিরোধী পক্ষ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বা বিএনপি দশ বছরের ব্যবধানে ফের আবার নির্বাচন বয়কট করেছে। সঙ্গে আছে আরও কিছু ছোট দলও। বিএনপি এর আগে ২০১৪-তে ভোট বয়কট করলেও ২০১৮-র নির্বাচনে তারা অংশ নেয়। অন্যদিকে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শামিম রেজার কথায়, বিএনপি'র ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তের সুদূরপ্রসারী প্রভাব তৈরি করবে বাংলাদেশের রাজনীতিতে। কারণ, আদর্শ গণতন্ত্রে শক্তিশালী বিরোধী দল সংসদে থাকা জরুরি। বিএনপি নির্বাচন বয়কট করায় বিরোধী পরিসর নিয়ে চিন্তার যথেষ্ট কারণ আছে। সেনা শাসক হুসেইন মহম্মদ এরশাদের দল বিরোধী দলের তকমা নিয়ে সংসদে গেলেও তারা সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। আর এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক মনে করেন নির্বাচনের পর বিএনপি পুরোপুরি ভেঙে যাবে। কারণ সংসদীয় গণতন্ত্রে নির্বাচনকে এড়িয়ে যাওয়া মস্ত বড় ভুল।যদিও জয়লাভ করে মাত্র সাতটি আসনে।

এবার ভোটের প্রায় এক বছর আগে দলের সেই সাংসদেরা সংসদ থেকে পদত্যাগ করেন। শুরু হয় এক দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন। শেখ হাসিনার পদত্যাগ এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে চলা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে গত ২৮ অক্টোবর দলটির হরতাল

এরপর ৩ পাতায়

রাজস্থানে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন রাজ্যবর্ধন রাঠৌড়-সহ কয়েকজন বিধায়ক

জয়পুর: নিউজ সারাদিন : অবশেষে কাটল জট। ভোটের ফল প্রকাশের ২৮ দিনের মাথায় শনিবার বার বেলায় রাজস্থানে মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিলেন বিজেপির ২২ বিধায়ক। তার মধ্যে পূর্ণমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন ১২ জন। পাঁচজন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং পাঁচ জন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়েছেন।বিধানসভা ভোটে মরুরাজ্যে মোট সাত সাংসদকে ভোটে লড়তে পাঠিয়েছিল বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব। তার মধ্যে চার জন জিতলেও বাকি তিন জন হেরে গিয়েছিলেন। এদিন মন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছেন সাংসদ পদে ইস্তফা দেওয়া রাজ্যবর্ধন রাঠোড় এবং কিরোরীলাল মীনা। দুজনকেই পূর্ণ মন্ত্রীর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বাকি যারা পূর্ণ মন্ত্রী হয়েছেন তারা হলেন, 'মদন দিলাবর, জোগারাম পটেল, সুরেশ সিং রাওয়াত, সুমিত গোদারা, কানহাইয়া লাল চৌধুরী, বাবুলাল খারাড়ি, গজেন্দ্র সিং কিংবসার, অবিনাশ গহলৌত, জোড়ারাম কুমাওয়াত এবং হেমন্ত মীনা।' সাংসদ পদ ছেড়ে বিধায়ক হওয়াদের মধ্যে একমাত্র বাবা বালকনাথই মন্ত্রিত্ব পাননি। গত মাসে মরুরাজ্যে বিধানসভার ভোটে কংগ্রেসকে সরিয়ে ক্ষমতা দখল করেছিল বিজেপি। বিধানসভার ১৯৯টি আসনের মধ্যে ১১৫ আসনে জয়ী হয়েছিলেন পদ্ম প্রার্থীরা। সবাইকে চমকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন সঙ্ঘ ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত ভজনলাল শর্মা। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিয়েছিলেন জয়পুরের রাজকুমারী দিয়া সিংহ। যদিও অভ্যন্তরীণ গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ আটকে ছিল। কাদের মন্ত্রিসভায় ঠাঁই দেওয়া হবে তা নিয়ে ঐক্যমতে পৌঁছতে পারছিলেন রাজ্য বিজেপির বিভিন্ন গোষ্ঠীর নেতারা। ফলে চাপ বাড়ছিল।

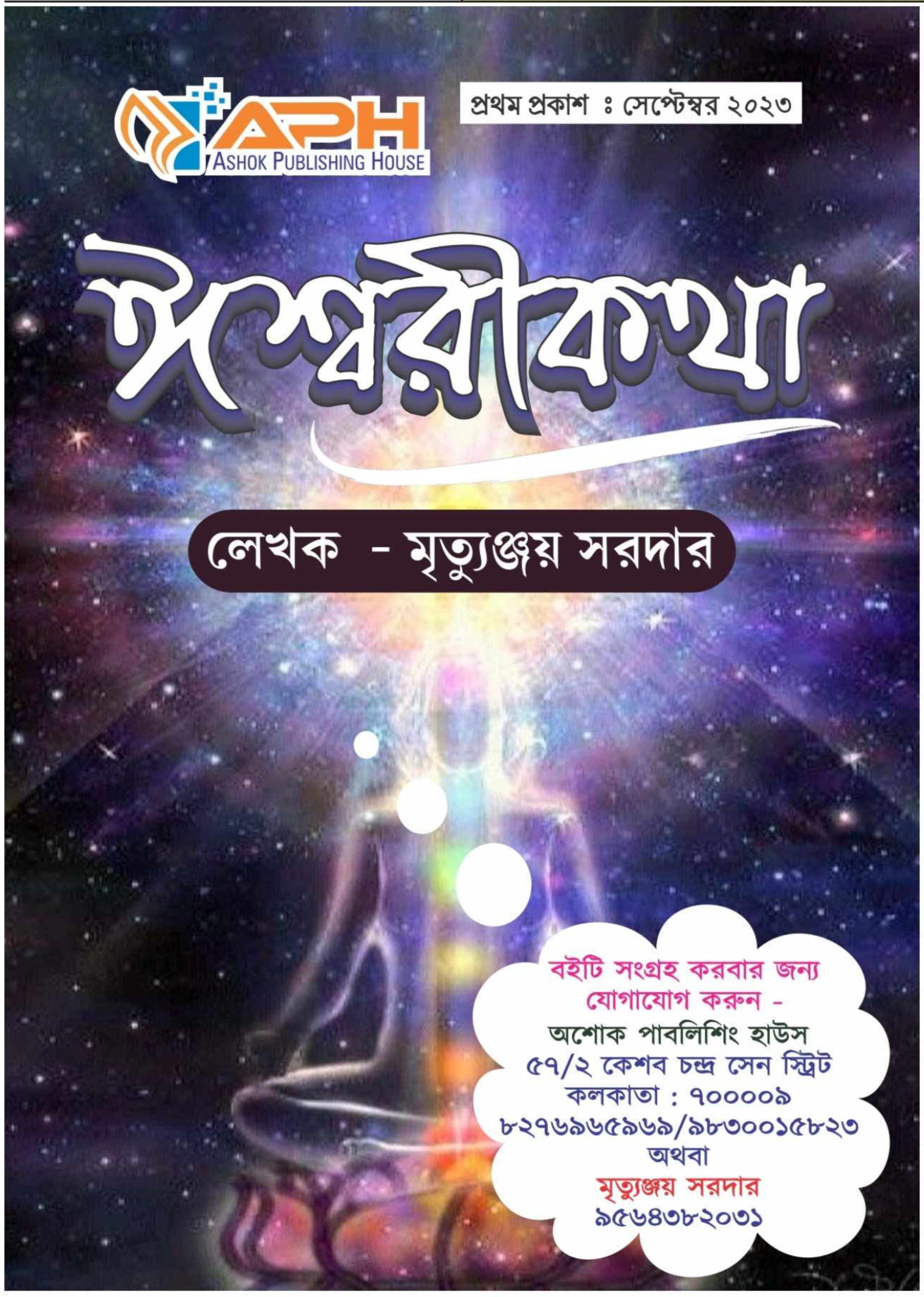

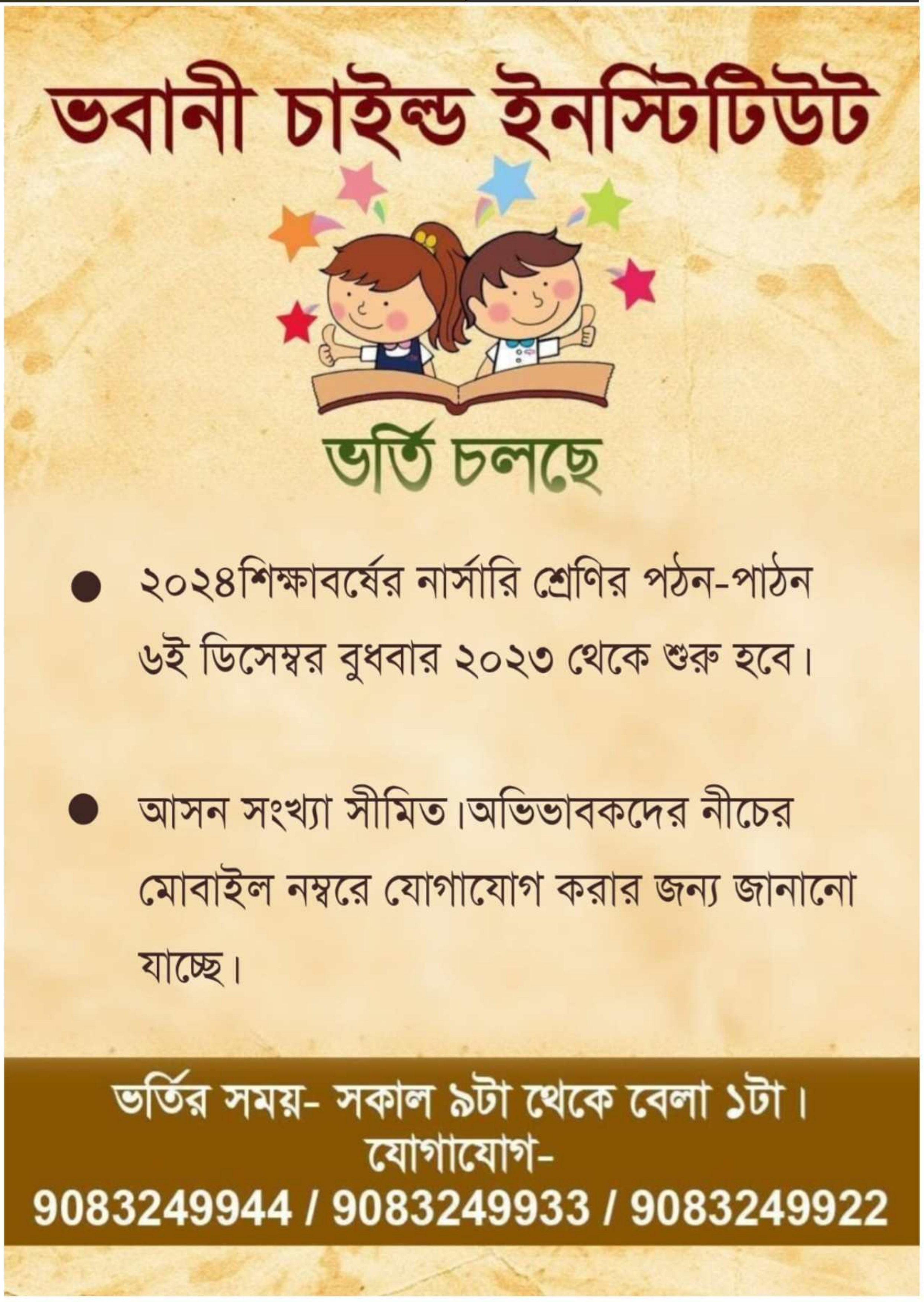

বাংলা সঙ্গীত মেলায় অতিথি শিল্পী হিসেবে

মঞ্চ মাতালেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পশ্চিমবঙ্গ সরকার তথ্য সংস্কৃতি বিভাগ আয়োজিত "বাংলা সঙ্গীত মেলায়" অতিথি শিল্পী হিসেবে মঞ্চ মাতালেন অখিলভারত হিন্দুমহাসভার রাজ্য সভাপতি ডক্টর চন্দ্রচূড় গোস্বামী । পদ্মভূষণ পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর ছাত্র চন্দ্রচূড় "গান ভালোবেসে গান" মঞ্চে নিজের ঘরানা থেকে সম্পূর্ণ বাইরে বেরিয়ে এসে বিখ্যাত ব্যান্ডের গান "পৃথিবীটা নাকি ছোট হতে হতে" এবং চলচ্চিত্রের গান "মন মাঝি রে" এই দুটি গানের ম্যাসআপ করে গাইলেন। দর্শকরা চন্দ্রচূড় গোস্বামীর সুরেলা কণ্ঠে সঙ্গীত উপভোগ করার পাশাপাশি আগামী দিনে আরো অনেক গান শুনতে চাওয়ার আবেদন জানান । রাজনীতির বাইরে মেধাবী ছাত্র ও বিশিষ্ঠ ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় চন্দ্রচূড় গোস্বামীর বক্তব্য "খেলার মাঠ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যদি মানুষে মানুষে এবং রাজনৈতিক দল গুলির মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে সাহায্য করে তাহলে আরো বেশি করে এই রকম শুভ উদ্যোগ নেওয়া উচিৎ । খেলার মাঠ ও সাংস্কৃতিক জগতের সাথে কখনোই প্রত্যক্ষ রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলা উচিৎ নয় ।" বিপরীত রাজনৈতিক দলের অন্যান্য বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নিয়ে আগামী দিনে একটি অভিনব "সঙ্গীত ব্যান্ড গ্রুপ" বানানোর ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী ।

বাংলাদেশে নির্বাচন বন্ধ করতে

আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে', বিস্ফোরক হাসিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৪-এর শুরুতেই বাংলাদেশে জাতীয় নির্বাচন। কিন্তু, নির্বাচন বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তথা আওয়ামী লিগ সভাপতি শেখ হাসিনা। তিনি অন্যতম বিরোধী দল, বিএনপি-কে খুনি আর যুদ্ধাপরাধীদের দল হিসেবে অভিহিত করেন। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসা ও অগ্নিসন্ত্রাসের জন্য বিএনপি-কে দায়ী করেছেন শেখ হাসিনা।এদিন নিজ জন্মস্থানে প্রধানমন্ত্রীর আগমনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় উতসবমুখর পরিবেশের বিরাজ করে। ঘরের মেয়ে শেখ হাসিনাকে একটি পলক দেখতে জনসভায় ভিড় করেছেন হাজার হাজার মানুষ। শেখ হাসিনা ও তাঁর বোন শেখ রেহানা জনসভায় পৌঁছলে হাজার-হাজার মানুষ তাঁদের অভিনন্দন জানান। তাঁরা হাত তুলে ও মঞ্চ ঘুরে ঘুরে জনসভায় উপস্থিত জনগণকে অভিবাদন জানান।

এর আগে শুক্রবার রাতে বরিশালের জনসভা শেষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সড়কপথে বরিশাল থেকে টুঙ্গিপাড়া যান। পরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানান। টুঙ্গিপাড়ার এই জনসভা শেষে প্রধানমন্ত্রী দুপুরে তাঁর নির্বাচনী এলাকার মধ্যে কোটালীপাড়ায় আরেকটি জনসভায় যোগ দেন।

শনিবার নিজের জন্মস্থান এবং নিজের নির্বাচনী এলাকা গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় এক জনসভা করেন শেখ হাসিনা। মূলত, নির্বাচনী প্রচারেই তাঁর এই জনসভা। সেই জনসভা থেকেই বিএনপি-র বিরুদ্ধে সুর চড়ান তিনি। বাংলাদেশে সাম্প্রতিক হিংসার জন্য বিএনপি-কে দায়ী করে ওই দলের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি তারেক রহমানকে হিংসা ও অগ্নিসন্ত্রাসের নির্দেশদাতা হিসেবেও অভিহিত করেছেন শেখ হাসিনা। নির্বাচনের পর তারেক রহমানকে লন্ডন থেকে ফিরিয়ে এনে শাস্তির মুখোমুখি করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় থেকে টাকা লুঠপাট করে বিদেশে পাঠিয়েছে। মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে আওয়ামী লিগ যখনই কাজ শুরু করছে বিএনপি তখনই বাধা দিচ্ছে।এদিন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, “এই বাংলাদেশকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন ছিল, সেগুলি আমি প্রাণপণে সফল করার চেষ্টা করছি।” তিনি আরও বলেন, “অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে চলতে হয়েছে আমাকে। তারপরও আওয়ামী লিগের সাধারণ নেতা-কর্মীরা আমাকে আগলে রেখেছে।” এদিনের জনসভায় বঙ্গবন্ধুর আরেক কন্যা ও আওয়ামী লিগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে তাঁর ছোট বোন শেখ রেহানাও উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন দেশের জনপ্রিয় অভিনেত্রী-অভিনেতারা।

লোকসভা ভোটে তৃণমূলের 'সেনাপতি'

থাকতে চান শুধু ডায়মন্ড হারবারেই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে নিজের যুদ্ধক্ষেত্র তিনি সীমাবদ্ধ রাখতে চান একটি কেন্দ্রেই। নিজের ডায়মন্ড হারবারে। ঘনিষ্ঠদের তেমনই বার্তা দিয়ে দিলেন তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।শনিবার অভিষেকের কালীঘাটের অফিসে বৈঠকে বসেন কুণাল ঘোষ, পার্থ ভৌমিক, নারায়ণ গোস্বামী, ব্রাত্য বসু ও তাপস রায়। জানা গিয়েছে, তাঁরাই অভিষেককে 'সেনাপতি'র ভূমিকায় নামার অনুরোধ করেছিলেন। সূত্রের খবর, অভিষেক তাঁর ঘনিষ্ঠ নেতাদের জানিয়েছেন, তিনি লোকসভা ভোটে কেবল ডায়মন্ড হারবারেই থাকবেন। দল জনসভা দিলে তাতে অংশ নেবেন। কিন্তু সেই দিন যদি ডায়মন্ড হারবারে পূর্বনির্ধারিত কোনও কর্মসূচি থাকে, তা হলে তিনি সেই জনসভা করতে যাবেন না।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘনিষ্ঠ নেতাদের সামনে আরও কিছু কথা বলেছেন অভিষেক। যার মধ্যে অন্যতম, তিনি ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা নিয়ে আন্দোলনকে যে মাত্রায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তার পর তাঁকে থামিয়ে দেওয়া হয়। তা ছাড়া সরকারি বেশ কিছু আমলার ভূমিকা নিয়েও অভিষেক 'ক্ষুব্ধ'। সামগ্রিক পরিস্থিতিতে অন্তত লোকসভা ভোটে তিনি আর সেই সেনাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন অভিষেক।পুজোর আগে অভিষেক কেন্দ্র বিরোধী যে আন্দোলনের ঝাঁজ দেখিয়েছিলেন, পুজোর পর থেকে তা যেন অনেকটাই মিইয়ে গিয়েছে।সেই তিনি তৃণমূলের 'সেনাপতি' অভিষেক কেন দূরে দূরে সরে থাকছেন তা নিয়ে দলের মধ্যেই আলোচনা চলছিল। শনিবার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ নেতারা তাঁর সঙ্গে বৈঠক করে তাঁকে 'সক্রিয়' হওয়ার আর্জি জানিয়েছিলেন। সূত্রের খবর, অভিষেক সেই নেতাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, লোকসভা ভোটে তিনি শুধু ডায়মন্ড হারবারেই নিজেকে সক্রিয় রাখতে চান। নীতি নির্ধারণ বা সাংগঠনিক কাজ আগের মতো দেখার ক্ষেত্রে তাঁর 'অপারগতা' রয়েছে। জানা গিয়েছে, বিনয়ের সঙ্গেই ঘনিষ্ঠদের আর্জি তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন।

নুন গোলা ডা:ক্লাব মাঠে

ঐতিহাসিক শহর ডায়মন্ড হারবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও কুটিরশিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে দু'দিনের 'হারবার জ্যাম' উৎসবের আয়োজন

বাইজিদ মণ্ডল, ডায়মন্ড হারবার: নিউজ সারাদিন : ঐতিহাসিক শহর ডায়মন্ড হারবারের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, পরিবেশ ও কুটিরশিল্পকে জনসমক্ষে তুলে ধরতে দু'দিনের 'হারবার জ্যাম' উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল নুনগোলা ডায়মন্ড ক্লাবের মাঠে। সাম্প্রতিক সময়ের তরুণ মিউজিশিয়ান, চিত্রশিল্পী, কবি সাহিত্যিকরা অংশ নিয়ে ছিলেন এই অনুষ্ঠানে। প্রায় ২৮ জন শিল্পী স্বাধীনভাবে পারফরম্যান্স করেন হারবার জ্যামের মঞ্চে। উৎসব প্রাঙ্গণে বসেছিল হস্ত ও কুটির শিল্পের পাশাপাশি সুন্দরবনের মধু, বেতের তৈরি নানান সামগ্রী, তাঁতের কাজ, পোড়া মাটির সামগ্রী সহ একাধিক স্টল। সুন্দরবন ও উপকূলের জলবায়ু পরিবর্তন, নদীর জলস্তর বৃদ্ধি এবং বন্যপ্রাণ আইন নিয়ে আলোচনা শিবির এবং সাহিত্য সম্মেলনেরও আয়োজন করা হয়। এছাড়া শহরের ২৫ জন ফোটগ্রাফারের ছবি নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও করা হয়। উৎসবে যোগ দিয়েছিলেন বর্ষিয়ান শিল্পী কানাই দাস বাউল ও তপন তপাদার এবং তৈশি নন্দী, সায়ন সিংহ (বাবুই), সার্বিক গুহ, প্রশান্ত দে, মানু দে, সৌরকান্তি ভট্টাচার্য, অভিজিৎ সরকার, কবি রফিক উল ইসলাম, সৌমিত বসু প্রমুখ। এমন অনুষ্ঠান এই শহরে হওয়াতে খুশি এলাকার মানুষ।

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

ইদ্রাকপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বস্ত্র বিতরণ

অভিজিৎ সাহা, নবদ্বীপ, নদিয়া : নিউজ সারাদিন : তৃণমূল কংগ্রেসের ২৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে নবদ্বীপ মায়াপুরবামুন পুকুর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ইদ্রাক পুর শাখা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে পরপর ছয় দিনব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক মূলক, সেবামূলক, ধর্মমূলক অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হলো ৩০ শে ডিসেম্বর শনিবার সন্ধ্যায়। প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা সাহা। এলাকার সমাজসেবী অভিজিৎ ঘোষ জানায় বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা এই সেবামূলক কাজ করে আসছি। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা দিবস কে কেন্দ্র করে অষ্টম প্রহর নাম সংকীর্তন, ভাগবত পাঠ, রাসলীলা অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার সন্ধ্যায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা, নবদ্বীপ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মঞ্জু রানী ঘোষ, সহ-সভাপতি তাপস ঘোষ, নবদ্বীপ জেলা পরিষদের

এরপর ৩ পাতায়

বসিরহাট এলাকায় বুথ সভাপতিদের নিয়ে সভা শুভেন্দুর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভোটের আগে অপেক্ষাকৃত দুর্বল আসনগুলির দিকে নজর দিচ্ছে বিজেপি। মূলত, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে বিজেপি ভোট বাড়বে কী করে? উপায় জানিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার বসিরহাট এলাকায় বুথ সভাপতিদের নিয়ে সভা করেন তিনি।স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ' এর আগে বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয়েছিল। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে। মানুষকে এসব বিভ্রান্তমূলক কথা বলে কোনও লাভ হবে না। বিধানসভার থেকেও লোকসভায় বেশি ভোটে তৃণমূল এখন থেকে লিড দেবে।'শুভেন্দুবাবু এদিন বুথের সভাপতিদের দায়িত্ব দিয়ে যান কিছু পরিসংখ্যান তৈরি করার ব্যাপারে।২০১৯ সাল থেকে বিধানসভা, পঞ্চায়েত, লোকসভা স্তরে যত ভোট হয়েছে, সেখানে বুথের হিসেব কাটাছেঁড়া করার ব্যাপারে বিশেষ নির্দেশ দেন তিনি। শুভেন্দু এদিন বলেন, 'আমাকে একটি ফাইল তৈরি করে দেবেন আপনারা।' কী থাকবে সেই ফাইলে?

বুথ সভাপতিদের উদ্দেশে তিনি জানান, ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোন, কোন আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল জিতেছে, এরপর ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনে কোথায় ৯০ শতাংশ ভোট তৃণমূল পেয়েছে, পরবর্তীকালে বিধানসভা এবং সাম্প্রতিক পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল কোথায় বেশিরভাগ আসনে জিতেছে, ক্ষমতা দেখিয়ে বিজেপি বুথ সভাপতিদের জায়গা দেয়নি, সেই বুথের একটি তালিকা প্রস্তুত করে দিতে বলা হয়েছে।তিনি এদিন বলেন, 'এরপর এই বুথ গুলিতে যা যা ব্যবস্থা করার আমরা করবো।' তিনি উদাহরণ দিয়ে জানান, নন্দীগ্রামের মতো আসন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত হলেও তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেই আসন থেকে পরাজিত করেছেন। সেক্ষেত্রে বসিরহাট-এর মতো আসনেও আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভালো ফল করা সম্ভব বলে কর্মীদের আশ্বাস দেন তিনি।

তবে তালিকা নিয়ে কী হবে? শুভেন্দু অধিকারীর এদিন কর্মীদের উদ্দেশে বার্তা, ' এখানে ভয় মুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হবে? সেটাই দরকার তো? সেই ব্যবস্থার জন্য কী করতে হয় আমরা জানি।' স্থানীয় এক বিজেপি নেতার কথায়, লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে করানো হবে। তৃণমূলের শক্তি, আস্ফালন যে আসনগুলিতে বেশি সেখানে গায়ের জোরে যাতে বিজেপিকে আটকানো না হয়, সেই ব্যাপারেই নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।পাশাপাশি, কর্মীদের উদ্দশে এখন থেকেই যে জায়গা গুলোতে বিজেপির শক্তি বেশি, সেখানে দেওয়ালে দলীয় চিহ্ন আঁকার কাজ শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। তবে পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

ভালুকা ফরেস্ট থেকে কিশোরের

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়

হরিশ্চন্দ্রপুর,৩০ ডিসেম্বর : নিউজ সারাদিন : আজ সাত সকালে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার ভালুকা ফরেস্ট থেকে এক কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সারনা ধর্ম কোডে'র দাবিতে সড়ক অবরোধ লালমাটির দেশে!

জনগণনায় এই ধর্মীয় পরিচয়কে নথিবদ্ধও করতে হবে। এই পরিচয় স্বীকৃত হলে তাঁদের আর হিন্দু বা মুসলিম বা খ্রিস্টান পরিচয়ে পরিচিত হতে হবে না। সারনা অনুগামীরা কোনও বিশেষ দেবতার নন, তাঁরা প্রকৃতির পূজারি। কোনও তথাকথিত প্রতিষ্ঠিত ধর্মীয় পরিচয়ে তাই তাঁরা সামিল হতে চান না। সেজন্যই এই লড়াই।এই লড়াইয়ের জেরেই আজ রবিবার আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের ডাকা ভারত বনধ সফল করতে রেল রোকো আন্দোলনে সামিল হন পুরুলিয়ায় আদিবাসীরা। পুরুলিয়ার কান্টাডি রেল স্টেশনে শুরু হয় এই অবরোধ। সকাল থেকে আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন নিজেদের দাবি-দাওয়াভিত্তিক ব্যানার-পোস্টার নিয়ে রেল অবরোধে নামেন। এর ফলে সকাল থেকেই দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিসনের পুরুলিয়া-চান্ডিল শাখায় রেল চলাচল বন্ধ। ঘটনাস্থলে অবশ্য মোতায়েন ছিল রেল ও রাজ্য পুলিস। তখন বলা হয়েছিল ১২ ঘণ্টা এই কর্মসূচি চলবে। আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানের রেল রোকো আন্দোলনের জেরে পুরুলিয়া স্টেশনে আটকে পড়েছিল বন্দে ভারত। ভোগান্তির শিকার হন যাত্রীরা। পরে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসকে পুরুলিয়া থেকে ঘুরপথে নিয়ে যাওয়া হয়। পুরুলিয়া থেকে মুরি রেলপথ দিয়ে টাটা নিয়ে যাওয়া হবে বলে জানানো হয়। তবে ১২ ঘণ্টা চলে না অবরোধ। সাড়ে ৩ ঘণ্টার পরেই রেল অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আদিবাসী সেঙ্গেল অভিযানে সামিল আদিবাসীরা। তবে পরে তাঁরা পুরুলিয়া-বাঁকুড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করা শুরু করেন।

১-ম পাতার পর

ভোট বয়কট বিএনপির ঐতিহাসিক ভুল? বাংলাদেশে বিরোধী রাজনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা

কর্মসূচি মারমুখী হয়ে ওঠায় বর্তমানে বহু নেতা-কর্মী জেলে।

সেই থেকে হরতাল-অবরোধের ধারাবাহিক আন্দোলনের পর সর্বশেষ কর্মসূচি হিসাবে তারা অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। সেই কর্মসূচিতে দেশবাসীকে তারা সরকারকে কর, জল, বিদ্যুতের বিল না মেটানোর আর্জি জানালেও সাড়া মেলেনি। ২৮ অক্টোবর বাদে বিএনপির হরতাল-অবরোধেও দেশটির জনজীবন স্বাভাবিক ছিল। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশালের মতো বড় শহরগুলিতে অব্যাহত রোজকার যানজট। বিরোধী দলের আন্দোলনে সাধারণের স্বতঃস্ফুর্ত সাড়া চোখে পড়েনি।

এরপরও দেশটির রাজনৈতিক ও নাগরিক সমাজের বিশিষ্টজনদের একাংশ মনে করে ভোটে অংশ নিলে বিএনপি এবার অনেক বেশি আসন নিয়ে প্রধান বিরোধী দল হতে পারত। ভোটের বাস ছেড়ে দিয়ে তারা মস্তবড় ভুল করেছে। কারও কারও মতে তা 'ঐতিহাসিক ভুল'। তবে বিএনপি'র ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত ঘিরে শুধু দলটির ভবিষ্যতই নয়, বাংলাদেশের বিরোধী রাজনীতি কোন পথে এগোবে সেই প্রশ্নও এখন জনমনকে নাড়া দিচ্ছে। এখনও পর্যন্ত যা পরিস্থিতি তাতে, আওয়ামী লিগের স্বতন্ত্র বা নির্দল প্রার্থিরাই প্রধান বিরোধী পক্ষ হবে, যদি না তারা শাসক দলের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে বিরোধী পরিসর নিয়ে ভোটের আগেই চর্চা তুঙ্গে।

এই প্রসঙ্গে 'দ্য ওয়াল'-এর সঙ্গে ফোনে কথা বলেছেন, বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য তথা দেশের প্রাক্তন তথ্যমন্ত্রী ড. মঈন খান, বাংলাদেশের বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা দেশটির জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জরি কমিশনের সাবের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যাপক শামিম রেজা এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক। অধ্যাপক রশিদ বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তী রাজনীতির ধারাবাহিক পর্যবেক্ষক ও গবেষক। তাঁর কথায়, এই নির্বাচনের পর বিএনপি আসল চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। দলের গণতন্ত্রকামী, নির্বাচনে অংশ নিতে আগ্রহী অংশের প্রশ্নের মুখে পড়বে নেতৃত্ব। বিক্ষুব্ধ অংশের পৃথক দল গড়াও অসম্ভব নয়। তখন আরও বড় অস্তিত্ব সংকটে পড়বে খালেদা জিয়ার দল।'

তবে একই সঙ্গে অধ্যাপক রশিদ মনে করেন, 'বিএনপি দলগতভাবে দুর্বল হলেও তাদের আদর্শে বিশ্বাসী মানুষেরা রাতারাতি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে না।' তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশ মুসলিম লিগ, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আজ বিলুপ্ত। বিএনপি তাদেরই অবতার। ওই দুই দলের মতো বিএনপি যদি মুছেও যায় তাহলেও তাদের মতাদর্শবাহী মানুষ থাকবে। হয়তো তারা ভিন্ন কোন দলে গিয়ে ভিড়বে।'অন্যদিকে, বিএনপি নেতা মঈন খানের বক্তব্য, '৭ জানুয়ারি যে নির্বাচন হতে যাচ্ছে বলা হচ্ছে, তা একটি প্রহসন। নির্বাচনটি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়ে গিয়েছে। আওয়ামী লিগ জাতীয় পার্টি এবং আরও কিছু দলকে বিরোধী দল হিবাসে বেছে নিয়েছে। আমরা যে দলগুলিকে আওয়ামী লিগের গৃহপালিত বলছি।'

বিএনপি-র নির্বাচনে অংশ নেওয়াটা সঠিক সিদ্ধান্ত হত এবং এবার কড়াকড়ির ভোটে ভাল করত বলে নানা মহলের অভিমতের জবাবে মঈন খান বলেন, 'আমরা নির্বাচন বয়কট করিনি, আমরা বয়কট করেছি ভোটের নামে তামাসার।' তিনি আরও বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য আন্দোলন করছি না। লড়াই করছি গণতান্ত্রিক পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য। সেই পরিবেশ পুনরুদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।' যদিও বাংলাদেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন'-এর সম্পাদক নঈম নিজাম 'ভোটের আগে পরের জটিল সমীকরণ' নিবন্ধে লিখেছেন, 'ভোটে অংশ নিয়ে কম-বেশি একশো আসন নিয়ে বিএনপি সংসদে যেতে পারত। ঘরে-বাইরে শক্ত অবস্থানে থাকত পারত দলটি।'

কিন্তু মঈন খান ভোট বয়কটের সিদ্ধান্তে অবিচল থেকে দলের ভবিষ্যত নিয়ে বলেন, 'নির্বাচনের পর আমাদের দল আরও শক্তিশালী হবে। আওয়ামী লিগ যদিও চেষ্টা করবে দেশে একদলীয় শাসন কায়েম করতে।' এই ব্যাপারে রাজনৈতিক বিশ্লেষক তথা শিক্ষাবিদ হারুন অর রশিদের অভিমত অবশ্য ভিন্ন। বাংলাদেশের বিগত অর্ধ শতকের রাজনীতি তাঁর গবেষণার প্রধান বিষয়। দেশ-বিদেশ থেকে এই বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা অসংখ্য বই। এই শিক্ষাবিদের কথায়, 'আমি বহুদিন ধরে বলে আসছি, বাংলাদেশে লড়াইটা স্রেফ ক্ষমতা দখলের নয়। বরং অনেক বেশি মতাদর্শের। একটি হল মুক্তিযুদ্ধ ও শেখ মুজিবুরের চেতনায় সমৃদ্ধ অংশ। এর ধারকবাহক আওয়ামী লিগ ও তাদের সহযোগী কিছু দল। আর একটি অংশ হল এর ঠিক বিপরীত। যারা মূলত বিএনপি এবং তাদের সহযোগী দল যাদের অনেকেই স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি, কিন্তু এই দেশের জল-হাওয়ায় তারাও পল্লবিত।'ড. রশিদের কথায়, 'জেনালের জিয়াউর রহমানের শাসনামল এবং বিএনপির সরকারের সময়কে যোগ করলে এই শক্তি কম-বেশি ২৯ বছর ক্ষমতা ভোগ করেছে। বিএনপি'র দ্বারা উপকৃত মানুষ তাই এ দেশে নেহাত কম নয়। তাঁরা চাইবে না বিএনপি ভেঙে যাক।' এই অবস্থায় তিনি মনে করেন, 'দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিকে বাংলাদেশে বিএনপি'র বিপরীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমৃদ্ধ, অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারক একটি বিরোধী দল তৈরির প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজে লাগানো যেতে পারে। এই ব্যাপারে শেখ হাসিনা এবং আওয়ামী লিগকেই উপযুক্ত অনুকূল পদক্ষেপ করতে হবে।'

আর এক রাজনৈতিক বিশ্লেষক ড. আবদুল মান্নান মনে করেন, বিএনপির প্রধান সংকট দুটি। এক. আদর্শিক। দুই. সাংগঠনিক। তাঁর কথায়, 'দলটি গঠন করেছিলেন জেনারেল জিয়া। দলের বিস্তার ঘটান তাঁর স্ত্রী খালেদা জিয়া। আর দলটি পতনের মুখে পড়েছে তাঁদের পুত্র তারেক জিয়ার হাতে।'তিনি বলেন, 'জেনারেল জিয়া বিএনপি-কে বড় করতে প্রাক্তন ও কর্মরত সেনা এবং প্রশাসনিক কর্তাদের দলে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তি এবং শেখ মুজিবুরের হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের দল ও সরকারে স্থান দিয়েছিলেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিপরীত রাজনীতি কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। এটা বুঝতে না পারা বিএনপি'র বড় ভুল।'

ড. মান্নান আরও বলেন, 'বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক শক্তি ছিল সন্দেহ নেই। এখন পরিস্থিতি ভিন্ন। খালেদা জিয়া গুরুতর অসুস্থ। তাঁর পুত্র দলীয় সাংগঠনিক নিয়ম ভেঙে দলের কার্যনির্বাহী চেয়ারম্যান হয়েছেন। কিন্তু লন্ডনে বসে কতদিন দল চালানো সম্ভব? স্থানীয় নেতাদের স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নিতে দিলে দলটি হয়তো ঘুরে দাঁড়াতে পারত।'এই ব্যাপারে বিএনপি নেতা মঈন খান উপযুক্ত নেতৃত্বের বিষয়টি মেনে নিয়েই বলেন, 'আজকের দিনে দূরত্ব কোনও বিষয় নয়। প্রযুক্তি আছে বলেই না আমি দেশে বসে বিদেশের সংবাদমাধ্যম (দ্য ওয়াল)-এর সঙ্গে কথা বলতে পারছি।' অন্যদিকে, ড. রশিদ ও ড. মান্নান মনে করেন, বিএনপি'র আরও এক সমস্যা হল, তারেক জিয়ার ভাবমূর্তি। ড. রশিদ বলেন, 'বছর পঞ্চাশের একটি ছেলের ভাবমূর্তির গোটাটাই নেতিবাচক।'

গাজায় ইজরায়েলি হামলায় নিহত ১০৬ সাংবাদিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইজরায়েলী হামলায় নিহত ১০৬ জন প্যালেস্তানীয় সাংবাদিক। ৭ ই অক্টোবরের হামলার পর থেকে ১০৬ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। জেনেবুঝেই সাংবাদিকদের ওপর হামলা করছে ইজরায়েলি বাহিনী যাতে প্যালেস্তাইনের ওপর হওয়া বিভিন্ন ঘটনাগুলি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়তে না পারে এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।এখনও পর্যন্ত ইজরায়েলের হামলায় মোট ২১ হাজারেরও বেশি প্যালেস্তাইনীয় প্রাণ হারিয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছে ৫৫,৬০৩ জন মানুষ। সত্যকে যাতে লুকিয়ে রাখা যায় সাংবাদিকদের নির্বিচারে হত্যার মাধ্যমে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ইজরায়েলি বাহিনী।

মোদীকে চা করে খাওয়ালেন দলিত গৃহিনী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শনিবার সকালেই অযোধ্যা ভ্রমণে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী । সারাদিন ধরেই ঢালাও কাজ ছিল তার হাতে। এইদিন রোড শো-র পাশাপাশি স্থানীয় মানুষদের সাথেও খোশগল্পে মেতেছিলেন তিনি। এক দলিত পরিবারের হাতে তো চা অবধি খেলেন। আর তাও কী না আবার একেবারেই পরিকল্পনা ছাড়াই।সেই সাথে মীরা আরও বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীকে দেখে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি তাকে বলেছিলাম যে আমরা তার আবাস প্রকল্পে বাড়ি পেয়েছি। আমরা জল পাচ্ছি এবং আমি খুব খুশি যে আমি এখন গ্যাসে রান্না করছি। এতে আমার সময় বাঁচবে। ধন্যবাদ আমার বাচ্চাদের সাথে আরও বেশি সময় কাটানোর জন্য।' শোনা যাচ্ছে, অযোধ্যার নিষাদ সম্প্রদায়কে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কে সেই দলিত ব্যক্তি? জানতে চান তার পরিচয়?

শনিবার অযোধ্যা সফরে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে রাস্তায় রাস্তায় মানুষের ঢল নেমেছিল এইদিন। কনভয়ে চলার সময় আচমকাই রাজঘাটের মিরামপুর এলাকার বাড়ির সামনে তা থেমে যায়। গাড়ি থেকে নেমে আসেন প্রধানমন্ত্রী চলে যান সামনের বাড়িতে। সাথে নেমে আসে নিরাপত্তারক্ষীরাও।

জানা যায় ঐ বাড়িটি একটি দলিত ব্যক্তির। এই বাড়ির গৃহিনী উজ্জ্বলা যোজনার ১০ কোটিতম উপভোক্তা। এইদিন নিষাদ পরিবারের হাতের তৈরি চা খেলেন অযোধ্যার ঘরের ছেলে নমো। মিশে গেলেন অযোধ্যার আমজনতার মনের সঙ্গে। তাকে দেখে বোঝা দায় যে তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী নাকি পাড়ারই কোনও ছেলে। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বসে খোস গল্প করতে থাকেন মোদী।

জানা গেছে, ঐ উপভোক্তার নাম মীরা মাঞ্জি। তিনি নাকি জানতেনই না যে তার বাড়িতে এত বড় নেতার আগমন হবে। মীরার কথায়, 'তিনি এসেছিলেন, তিনি আমার পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন। উজ্জ্বলা প্রকল্পে আমরা যে সুবিধা পাচ্ছি সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তারপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমি কী রান্না করেছি। আমি বললাম ভাত, ডাল এবং সবজি এবং চাও। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন আমি চায়ের জন্য বলছি ঠাণ্ডায় তো চা দরকার।'

নরেন্দ্র মোদী নাকি চায়ের ফিডব্যাকও দিয়েছেন। তিনি নাকি জানিয়েছেন 'চা নাকি বেশ মিষ্টি ছিল'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নতুন বছরের শুরুতেই মন্দিরনগরী অযোধ্যায় রাম মন্দিরের মেগা উদ্বোধন। তার আগেই সাজো সাজো রব গোটা শহরজুড়ে। তার আগেই মন্দিরের শেষ লগ্নের প্রস্তুতি সরেজমিনে দেখতে অযোধ্যায় পৌঁছেছিলেন নরেন্দ্র মোদী। সেই সাথে অযোধ্যার নবনির্মিত বিমানবন্দর এবং রেলস্টেশনেরও উদ্বোধন করলেন আজ। বন্দেভারত সহ মোট ৮টি ট্রেনের ফ্ল্যাগ অফও হল তাঁর হাতেই।

২ পাতার পর

ভালুকা ফরেস্ট থেকে কিশোরের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য হরিশ্চন্দ্রপুর এলাকায়

উদ্ধার হল। ওই মৃত কিশোরের নাম নবাব সিরাজউদ্দৌলা। বয়স আনুমানিক ১৪ বছর। ঘটনার জেরে হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে স্থানীয় বাসিন্দারা ফরেস্টের ভেতরে একটি গাছে গলায় ফাঁস রাখা অবস্থায় দেখতে পান। খবর দেওয়া হয় পুলিশের। খবর পেয়ে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে মালদা মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে ময়না তদন্তের জন্য।স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে নবাব সিরাজদৌলার বাড়ি রতুয়া থানার বাটনা এলাকায়। সে কয়েকদিন আগে স্থানীয় দেগুণ গ্রামে তার দিদিমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। গতকাল রাত থেকেই সেই নিখোঁজ ছিল বলে পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে। তারপরই আজ সকালে স্থানীয় লোকমার পথ জানতে পারে ভালুকা ফরেস্ট এলাকায় ছেলেটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। যদিও পরিবারের লোকের দাবি এটা কোন আত্মহত্যার ঘটনা নয় পরিকল্পিতভাবে কেউ বা কারা ছেলেটিকে খুন করেছে। পুলিশ তদন্ত করলেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে।এ প্রসঙ্গে ভালুকা ফাড়ির পুলিশ জানিয়েছে সকালবেলায় পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে খুন না আত্মহত্যা ,সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

২ পাতার পর

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ইদ্রাকপুরে বিভিন্ন অনুষ্ঠান বস্ত্র বিতরণ

কর্মদক্ষা আরজু বানু খাতুন ও অজয় কর, এলাকার নির্বাচিত সদস্য সদস্যরা সহ বিভিন্ন কর্মীবৃন্দ। শুভ সন্ধ্যায় এলাকার দুস্থ মানুষদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা বক্তব্যে বলেন তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে দলের নির্দেশে সমস্ত বুথ ভিত্তিক অঞ্চল ভিত্তিক পতাকা উত্তোলন, বিভিন্ন সেবামূলক কাজ, হাসপাতালে ফল বিতরণ, পদযাত্রা নানা রকম অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি উদযাপন করা হয়। তৃণমূল কংগ্রেস সর্বত্র মানুষের সেবা কাজে উন্নয়নমূলক কাজ করার জন্য ব্যস্ত থাকে। মানুষের পাশে থেকে সেবা পৌঁছে দেওয়াই একমাত্র তৃণমূলের কাজ। এই সেবামূলক কাজ থেকেই ২০২৪ এর লোকসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে দেখার জন্য, এবং ভোটে যাতে পশ্চিমবাংলার সবকটি আসন জয়লাভ করে দিল্লি দখলে পাঠানো যায় সেদিকে নজর দেওয়ার নির্দেশ দেন। দলের সর্বস্তরের কর্মীবৃন্দদের সহ এই ইদ্রাকপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে আরো বেশি উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেওয়া যায় তার আহ্বান জানানো হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ৩৫৫ সংখ্যা ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৩ রবিবার ১৪ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

মোদির মুখে নেতাজির নাম

লোকসভা ভোটের আগে প্রধানমন্ত্রীর মুখে নেতাজির নাম! তাও আবার রামের শহর অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে সুভাষ বোসকে স্মরণ করলেন নরেন্দ্র মোদি। ৩০ ডিসেম্বর ভারতের ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা মনে করিয়ে দিলেন তিনি।শনিবার, ৩০ ডিসেম্বর অযোধ্যার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। উদ্বোধন করেন স্টেশনেরও। কিন্তু ৩০ ডিসেম্বর দিনটিই কেন বেছে নিলেন মোদি? এই তারিখটির ঐতিহাসিক গুরুত্ব তুলে ধরলেন তিনি। তাঁর কথায়, '৩০ ডিসেম্বর ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৩ সালে এদিনই আন্দামানের পোর্ট ব্লেয়ারে স্বাধীন ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা তুলেছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।' স্বাভাবিকভাবেই অযোধ্যায় গিয়ে নেতাজিকে স্মরণের নেপথ্যে রাজনৈতিক অভিসন্ধি দেখছে রাজনৈতিক মহল। তাঁদের ধারনা, রাম জন্মভূমিতে দাঁড়িয়ে 'রাম রাজ্যে'র কথাই তুলে ধরতে চাইলেন প্রধানমন্ত্রী। সুশাসন, নৈতিকতার পাশাপাশি দেশাত্মবোধ আবেগকেও উসকে দিতে চাইলেন। সেই আবেগ উসকে দিতে মোদির হাতিয়ার নেতাজি। শুধু কি তাই? লোকসভার নির্বাচনের আগে অযোধ্যায় দাঁড়িয়ে নেতাজির নাম নিয়ে কি বাংলাকে বার্তা দিলেন মোদি? প্রশ্ন তুলছে ওয়াকিবহাল মহল।শনিবার অযোধ্যায় বিমানবন্দর ও স্টেশন উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।এদিনই ১৫ কিলোমিটার রোড শো'র মধ্য দিয়েই বিজেপি কার্যত লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করে দিয়েছেন তিনি। বিমানবন্দরের কাছে জনসভা থেকে বক্তব্য রাখেন। সেই বক্তব্যের একেবারে শুরুর দিকেই নেতাজির কথা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী।

মধ্যস্থতা বৈঠক হলই না

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সাংসদ অর্জুন সিংহ ও জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যামের দ্বন্দ্ব মেটাতে কলকাতা থেকে নৈহাটি গিয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। কিন্তু সেই বৈঠকে এলেনই না বিধায়ক সোমনাথ। অর্জুন ছিলেন। নৈহাটি পুরসভায় অপেক্ষায় ছিলেন বক্সীও। কিন্তু সোমনাথ না আসায় বৈঠক না করেই কলকাতায় ফিরতে হল বক্সীকে।২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির টিকিটে ব্যারাকপুর লোকসভায় জিতেছিলেন অর্জুন। ২০২২ সালের মে মাসে বিজেপি ছেড়ে অর্জুন তৃণমূলে ফেরার পর থেকেই জগদ্দলের তৃণমূল বিধায়ক সোমনাথের সঙ্গে তাঁর বিবাদ চলে আসছে। সম্প্রতি সেই বিবাদ চরমে ওঠে এক তৃণমূল কর্মী খুনের ঘটনায়। গত ২১ নভেম্বর ভিকি যাদব নামে এক তৃণমূল কর্মী খুন হন ভাটপাড়ায়। বিধায়ক সোমনাথ অভিযোগ করেন, খুনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন। সেই সময় দু'পক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন দমদম ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক তাপস রায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির লড়াইয়ে ঘোরাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এর মধ্যে আবার ওই খুনের মামলায় অর্জুনের ভাইপো পাপ্পুকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তৃণমূল সূত্রে খবর, জেলা তৃণমূল সভাপতি তাপস ব্যারাকপুরের রাজনৈতিক অর্ন্তদ্বন্দ্বে শীর্ষ নেতৃত্বকে হস্তক্ষেপ করতে বলেন। তার পরেই ময়দানে নামেন বক্সী।রাজ্য সভাপতির বৈঠকে কেন গেলেন না তিনি? সোমনাথের জবাব, "এমন কোনও বৈঠকের কথা আমার জানা ছিল না। কোনও বৈঠকে আমাকে ডাকা হয়নি। আমি যাইনি, এমনটা বলা উচিত নয়।" তিনি জানান, বিকেল থেকে তিনি নিজের বিধানসভা এলাকার নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে ছিলেন।

সাংসদ অর্জুনের সঙ্গে সোমনাথের দ্বন্দ্ব গত কয়েক দিনে সপ্তমে উঠেছে। প্রতিদিনই পালা করে একে অন্যকে আক্রমণ করছেন। যদিও, দিন কয়েক আগে বক্সীই অর্জুনকে ফোন করে চুপ করতে বলেছিলেন। তার পর অবশ্য তেমন বাক্‌যুদ্ধ চোখে পড়েনি। তবে দ্বন্দ্ব মেটাতে শনিবার নৈহাটি গিয়েছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি। লক্ষ্য ছিল, সাংসদ অর্জুন ও বিধায়ক সোমনাথকে মুখোমুখি বসিয়ে যাবতীয় বিরোধ মিটিয়ে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই বৈঠকই হল না। কলকাতা থেকে বক্সীর নৈহাটি যাওয়াই সার হল। এই বৈঠক নিয়ে ব্যারাকপুরের তথা উত্তর ২৪ পরগনার রাজনৈতিক মহলে কৌতূহল ছিল। বক্সী নৈহাটি যাওয়ার পথেই সাংসদ অর্জুনের সঙ্গে সাক্ষাত হয়ে যায় রাস্তায়। তাঁকে নিয়েই নৈহাটি পৌঁছন বক্সী। ব্যারাকপুর তৃণমূলের একাংশের দাবি, নৈহাটি পুরসভায় বিকেল পাঁচটায় বৈঠকের সময় নির্ধারিত হয়েছিল। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই নৈহাটি পৌঁছে যান বক্সী-অর্জুন। নৈহাটি পুরসভা সূত্রে খবর, প্রায় এক ঘণ্টা ১৫ মিনিট দুই নেতা বৈঠকের জন্য নির্ধারিত ঘরে বসেছিলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষার পর বিধায়ক সোমনাথ না আসায় দু'জনেই নৈহাটি পুরসভা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এই নিয়মটি প্রাচীন আমলেও ছিল, এখনো আছে।তাই সরস্বতী পূজা শুধু শিক্ষার্থী আর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই সীমাবদ্ধ থাকে না। এই সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবীর পূজা, প্রতিটি গ্রামে, প্রতিটি মহল্লায়, প্রতিটি শহরের আনাচে-কানাচেই হয়ে থাকে। কারণ, সরস্বতী দেবী বা বিদ্যাদেবী হলেন, জ্ঞানদায়িনী দেবী সরস্বতী। তিনি বিদ্যা জ্ঞান দানকারী দেবী।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আজকের সাংবাদিকতার ভবিষ্যৎ কী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

শিকারের নাম প্রকাশিত হতে খুব একটা দেখা যায় না। কিন্তু অনেকক্ষেত্রে ধর্ষিতার এলাকার নাম বা তাঁর কোনো আত্মীয়ের নাম বা পরিচয় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাঁরা প্রকাশ করেন, তাঁদের আসলে নাম, পরিচয় প্রকাশ না করার পেছনের কারণগুলো সম্পর্কেই হয়ত ধারণা নেই। নইলে তাঁরা নিশ্চয়ই বুঝতেন, এলাকা, এ বিষয়টি 'কমন সেন্স' থাকলেই বোঝা সম্ভব। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলো, অনেকেরই যেন সেই সেন্স বা সেন্স খাটানোর সময় নেই। এ যুগেও কোনো সাংবাদিকের এমন ভুল সত্যিই মর্মান্তিক। মাত্র কয়েক বছর আগের তুলনায় সাংবাদিকদের এখন অনেক বেশি স্টোরি তৈরি করতে হয়। বেশি কাজ উৎপাদনের চাপে আপনি ভাবতে পারেন আপনার আসল কাজ হচ্ছে সব কিছু প্রক্রিয়াজাত করা - নতুন কোন গল্পের কথা ভাবা বা অনুসন্ধান করা নয়। তাছাড়া, সাংবাদিকতার মানেই হচ্ছে মানুষকে নতুন কিছু বলা। মৌলিক সাংবাদিকতার জন্য যে নৈপুণ্য দরকার সে বিষয়ে বিভিন্ন লেকচার এবং কর্মশালায় বিবিসির সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে টুডে অনুষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক কেভিন মার্শ-এর দেয়া বক্তব্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে এই গাইড।পৃথিবী বদলে যাচ্ছে, বদলে যাচ্ছে তার রাজনীতি, অর্থনীতি আর মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ধারা। বদলে যাচ্ছে মানুষের চিন্তা-চেতনা, রুচি, বিবেকবোধের দৃষ্টিকোণ আর দীর্ঘদিনের চলমান অভ্যাস। এই পরিবর্তনের সাথে বদলে যাচ্ছে সাংবাদিকতার সনাতনি ধারাও। বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার স্থান এখন দখল করেছে করপোরেট সাংবাদিকতা। একজন অভিজ্ঞ সাংবাদিক এই রূপান্তরগুলোকে শুধু দেখেই শেষ করতে পারেন না, সেগুলোকে তার নিবিড় পর্যবেক্ষণেও রাখতে হবে এবং তার নিজস্ব এথিক্সের আলোকে চলার পথ বা সংবাদ লেখার পথ ঠিক করতে হবে।তবে অনেক ধরনের ঘটনাই ঘটে প্রতিদিন। তবে গুরুত্বের বিচারে সব ঘটনা একই মানের না হওয়ায় সবই সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত হয় না। সংবাদপত্রকে বলা হয় সমাজের দর্পণ, কিন্তু এদিক থেকে চিন্তা করলে সংবাদপত্র সমাজের দর্পণ নয়। কারণ সমাজে ঘটে যাওয়া সব ঘটনাবলীই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় না। একজন সাংবাদিকের নিজস্ব মতামত প্রকাশের জায়গা সংবাদপত্র নয়, ঘটনা যতটুকু ঘটে, ততটুকুই বলবেন একজন সাংবাদিক; এর বেশি নয়। আজকের সাংবাদিকতার জন্য প্রধান চ্যালেঞ্জও এটাই। জনমত সৃষ্টিতে তাই আজকের সাংবাদিকরা রাখতে পারেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। একটি সাধারণ খবরকে একজন সাংবাদিক এমনভাবে উপস্থাপন করতে পারেন, যাতে তা পাঠক পড়তে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং তা পাঠকের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

একজন সাংবাদিককে চিন্তা করতে হবে জনমতের জায়গা থেকে জনকল্যাণের জায়গা থেকে। একটি সৎ সংবাদ প্রকাশ করতে প্রয়োজন জনগণের সাহসী খোলামত ও অভিযোগ। কেউ যদি একটি সহজে বহনযোগ্য ডিজিটাল যন্ত্রের সাহায্যে ছবি বা ভিডিও ধারণ করে তা সম্পাদনা করে খবর আকারে প্রকাশ করে, তাকেই মোবাইল সাংবাদিকতা বলে। মোবাইল ডিভাইসটি হতে পারে একটি ডিএসএলআর ক্যামেরা, গো-প্রো বা একটি সেলফোন। হতে পারে একটি সম্পূর্ণ আলাদা প্রযুক্তিও। কেউ কেউ মোবাইল সাংবাদিকতাকে সেলফি সাংবাদিকতাও বলছেন। আমার কাছে মুখ্য বিষয় হচ্ছে রিপোর্টিং, তার জন্য আপনি কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করছেন, তা গৌণ বিষয়।

সংবাদের খোঁজে প্রতিমুহূর্তেই ঘুরে ফিরছে সাংবাদিকরা। সেই ঘোরাঘুরির মাঝেই চোখে পড়ে অনেক কিছু, যা হয়ত সংবাদ নয় কিন্তু সাংবাদিক মন লিখতে চায়। জানাতে চায় তার পাঠকদের। খবরের জন্য এখন সবসময় মাঠে-ঘাটে যেতে হয় না। ইন্টারনেট, সোশ্যাল মিডিয়ার সুবাদে আরাম কেদারায় বসেও সহজেই লিখে দেয়া যায় বড় বড় খবর। রাজন হত্যা থেকে শুরু করে বেশ কিছু খবর তো মূলধারার সংবাদমাধ্যমের আগে সোশ্যাল মিডিয়া থেকেই আমরা পেয়েছি। এযুগে নির্ভরযোগ্যতার বাছবিচর ছাড়াই সোশ্যাল মিডিয়ার ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। ফলে ভুল সংবাদ প্রচারের দায়ও নিতে হয়েছে বেশ কয়েকটি সংবাদ মাধ্যমকে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের নামও কিন্তু এই তালিকায় আছে। 'সাংবাদিকের চোখ' এবং বিবেচনাবোধ ছাড়া সোশ্যাল মিডিয়া থেকে যা খুশি তাই প্রচার করে দেয়া নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা নয়। সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমকে অনেক ক্ষেত্রে সংবাদের উৎস বা সূত্র ভাবা যেতে পারে, কিন্তু পরিপূর্ণ এবং প্রশ্নাতীতভাবে ঠিক খবরের পরিবেশক ভাবা কখনোই ঠিক নয়। আধুনিক এই যুগে আমরা সবাই কম বেশি পেপার পড়ি। অনলাইন, প্রিন্টের দুনিয়াতে নানা খবরাখবরের সাথে আমরা আপডেটেড থাকি সংবাদকর্মীদের কল্যাণে। সংবাদকর্মীরা প্রতিনিয়ত ব্যস্ত থাকেন আমাদের জন্য সংবাদ সংগ্রহে। এটাই মূলত তাদের নেশা ও পেশা। ঘটনাপ্রবাহ ও ফিচার এমনভাবে লিখতে হয় যাতে পাঠক একবার পড়লেই পুরো ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পান। এ জন্য যা করতে হবে তা হলো রিসার্চ। যে বিষয় বা ঘটনা নিয়ে লিখবেন, ঐ বিষয়টি গুগল করুন। আপনার সামনে আসবে আসবে হাজার হাজার তথ্য। নিজের প্রয়োজন মত তথ্যাদি সংগ্রহ করুন ও তা প্রয়োগ করুন লেখার সময়।

ফিচার রাইটার (যারা পেপার / পত্র পত্রিকার জন্য খবর সংগ্রহ করেন তা লেখেন প্রকাশের জন্য) টেলিভিশন সাংবাদিকতা (যেখানে মাইক্রোফোন আর ক্যামেরা হাতে সাংবাদিক ও তার দল চলে যান খবর সংগ্রহে যা আমরা পরবর্তীতে টিভি খবরে দেখতে পাই) ফটোজার্নালিস্ট (এই ব্যক্তি সাংবাদিক তবে খবর সংগ্রহের না, ছবি সংগ্রহের। ভারতবর্ষের এমনকি বিশ্বে কোথায় কি হচ্ছে তার সাথে আপটু ডেট থাকা ও দরকারে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলা ও ভিডিও করা এ ধরনের সাংবাদিক এর কাজ) প্রথমেই খেয়াল রাখতে হবে আপনি কোন বিষয়ের উপর আর্টিকেল লিখবেন। যদি কোন সাম্প্রতিক ঘটনা বা ইস্যু নিয়ে লিখতে চান তবে আপনাকে কিছু প্রশ্নের উত্তর জানতে হবে -

- ঘটনার সাথে কারা কারা জড়িত আছে
- কোথায় ঘটেছে ঘটনাটি, কেন ঘটেছে
- কবে ঘটেছে (দিন, তারিখ, সময়) - কিভাবে ঘটলো, সূত্রপাত, ঘটনাপ্রবাহ ও বিস্তারিত
- ঘটনা ঘটার সময়ে আশে পাশে থাকা বক্তা / একাধিক বক্তার মন্তব্য! বড় বড় সংবাদ সংগ্রহকারী ওয়েবসাইট আছে যার সারাবিশ্বের সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে সংগ্রহ করার কাজে নিয়োজিত যেমন রয়টার্স, বিবিসি, সিএন এন ইত্যাদি। এদের ওয়েবসাইট ব্যবহার করে সংবাদ তৈরী করতে পারেন। নিয়মিত পেপার, টেলিভিশনের সাথে আপ-টু-ডেট থাকা আপনার জ্ঞানকে বাড়িয়ে তুলবে রিসার্চ এর ব্যাপারে। একজন ভালো সংবাদকর্মী হতে হলে আপনাকে অবশ্যই গবেষণা ও রিসার্চ করতে হবে ও যে কোন বিষয়ে সাধারণ জনগণের চেয়ে বেশি জানতে হবে। সবকিছুর মূলে রয়েছে সংবাদ পত্রিকা বা সংবাদ সংস্থা বা সংবাদ পরিবেশন করার যে মাধ্যম সেই মাধ্যমকে আজকের দিনে বাঁচিয়ে রাখাটা কঠিন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সংবাদ প্রতিষ্ঠা কে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতারা গলাটিপে হত্যা করার চেষ্টা করছে অন্যদিকে তেল খচ্চর নামে পকেট মানি দিয়ে সাংবাদিকদেরকে অসৎ পথে নিয়ে যাচ্ছে, সব সাংবাদিকরা সংবাদমাধ্যমের মালিকদের কারীদে তেমনি অর্থ পাচ্ছে না কেন মালিকরা নিজেদের সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে বর্তমান পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে। তারা না পাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের বিজ্ঞাপন না পাচ্ছে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপন না অসৎ পথে উপায়। তাহলে সংবাদসংস্থার কর্মচারীদের মাইনে কিভাবে তারা দেবে এ নিয়ে দিনের পর দিন ভুগছে মালিকপক্ষ । আর এই কারনেই বর্তমান পরিস্থিতিতে হাজার-হাজার কাগজ বিলুপ্তির পথে চলে গিয়েছে। সাংবাদিকরা বেঁচে থাকলে যে প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকবে এটা সত্য নয়। প্রতিষ্ঠান বেঁচে থাকলে সাংবাদিকরা বেঁচে থাকবে, যুগে উল্টোটাই হচ্ছে সাংবাদিকরা লোকাল থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ইনকাম করছে অথচ কাগজের মালিকের কাছে বা প্রতিষ্ঠানের মালিকের কাছে সেই অর্থ পৌঁছাচ্ছে না। প্রতিষ্টান বাঁচিয়ে রাখার জন্য আজকের মালিকপক্ষ রাই চেষ্টা চালাচ্ছে লোকালে অর্থনৈতিক সাহায্য তুলে এনে প্রতিষ্ঠানকে বাঁচিয়ে কয়েক লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান করার। কচু কেন্দ্রের মোদি সরকার কর্মসংস্থান তো দূরের কথা ছোট কাগজগুলো গলাটিপে হত্যা করছে সরকারি বিজ্ঞাপন না দিয়ে। এটা কি মোদি সরকারের দ্বিচারিতা নয়, মোদি সরকার বড় বড় কর্পোরেট হাউসকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে নিজের ভাবমূর্তি স্বচ্ছ রেখেছে। অথচ প্রকৃত গ্রাম গঞ্জের সত্য কথা লেখা কাগজগুলো আদর্শ সাথে যারা তৈরি করছে সেই সব কাগজগুলো সরকারি বিজ্ঞাপন দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে এক প্রকার সত্য কণ্ঠটা কে রোধ করে দিয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বিচারিতা বলে মনে করছে পশ্চিমবাংলার ছোট ছোট পত্রপত্রিকার মালিক সংবাদকর্মী ও সম্পাদকরা। আগামী দিনে এই ধরনের দ্বিচারিতা বন্ধ না হলে, তাহলে বিগত লোকসভা ভোটে তার প্রভাব পড়বে তেমনই ইঙ্গিত স্পষ্ট গ্রামগঞ্জের ছোট পত্রপত্রিকার কর্মী সংগঠনের মুখে প্রকাশ পাচ্ছে। এসমস্ত কাগজের যদি কেন্দ্রীয় সরকার তাদের পাশে থেকে সরকারি বিজ্ঞাপন দিয়ে অর্থ সাহায্য করে বাঁচিয়ে রাখে, তাহলে আগামী দিনের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে বলে ইঙ্গিত স্পষ্ট।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

কেন সালমান খানকে প্রকাশ্যে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানালেন না শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ৫৮ বছর পূর্ণ করেছেন বলিউড ভাইজান সালমান খান। এবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ্যে সালমানকে জন্মদিনের শুভেচছা জানাননি বলিউড বাদশাহ।

তাই ভক্ত মনেই প্রশ্ন উঠছে, তবে কী আবার দ্বন্দ্বে জড়ালেন দুই খান? বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (টুইটার) শাহরুখকে মেনশন করে সালমানের জন্মদিন উপলক্ষে তাকে শুভেচ্ছা জানানোর আবেদন জানান এক অনুরাগী। তাকে উত্তর দিয়ে শাহরুখ লেখেন, 'আমি জানি আজ ভাইয়ের জন্মদিন। আমি তাকে শুভেচ্ছাবার্তাও পাঠিয়েছি। তবে সেটা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় নয়। কারণ, এটা তো একটা ব্যক্তিগত বিষয়, তাই না!' শাহরুখের কথা থেকে পরিষ্কার, সালমানের সঙ্গে নতুন করে কোনও দ্বন্দ্ব তৈরি হয়নি তাঁর।

চলতি বছরে বক্স অফিসে বলিউড ছবি হিটের মুখ দেখেছে শাহরুখ-সালমানের হাত ধরেই। যশরাজ ফিল্মসের 'পাঠান' ছবির মাধ্যমে বড় পর্দায় বাদশাহোচিত প্রত্যাবর্তন করেছেন শাহরুখ। ছবিতে শাহরুখ অনবদ্য সত্যি, তবে কয়েক মিনিটের বিশেষ চরিত্রে নজর কেড়েছেন সালমান। বিশেষত, শাহরুখ ও সালমানের জুটিকে মুগ্ধ হয়ে দেখেছেন দর্শক। বক্স অফিস ব্যবসার অঙ্কেই মিলেছে তার প্রমাণ। বিশ্ব জুড়ে বক্স অফিসে প্রায় ১১০০ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে 'পাঠান'। 'পাঠান'-এর সাফল্যের পর 'জওয়ান' ও 'ডাংকি'র মাধ্যমে সাফল্যের হ্যাটট্রিক করেছেন শাহরুখ। অন্য দিকে সলমনের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' বক্স অফিসে মুখ থুবড়ে পড়লেও সাড়া জাগিয়েছে দীপাবলিতে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'টাইগার ৩'। তবে সাফল্যের নিরিখে বিচার করলে সালমানের থেকে কয়েক ধাপ এগিয়ে আছেন শাহরুখ।

সালমানের জন্মদিনে করণের বিশেষ ঘোষণা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : '২৭ ডিসেম্বর বলিউড ভাইজান সালমান খানের জন্মদিন। হিন্দি সিনেমার এ সুপারস্টারের ৫৮তম জন্মদিনে ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচছা জানিয়েছেন।

কিন্তু এত এত শুভেচছা ও শুভকামনার ভিড়ে আলাদা করে করণ জোহরের শুভেচ্ছাবার্তা নজর কেড়েছে। করণ জোহর সালমানকে শুভেচ্ছাবার্তা জানাতে নিজের প্রথম সিনেমার অভিজ্ঞতার কথা শেয়ার করে নিয়েছেন। ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির এ প্রযোজক-পরিচালকের প্রথম সিনেমা ছিল 'কুছ কুছ হোতা হ্যায়'।

'কুছ কুছ হোতা হ্যায়' সিনেমায় কীভাবে সালমানকে তিনি রাজি করিয়েছিলেন, ২৫ বছর আগের সেই গল্প ভক্তদের সঙ্গে বিনিময় করেছেন করণ জোহর।

এ প্রসঙ্গে করণ লিখেছেন, 'একটি পার্টিতে এক কোণে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন বড় তারকা এসে কারণটা জানতে চেয়েছিলেন। আমি তখন তাকে বলি, যে অনেক অভিনেতার কাছ থেকে একটা চরিত্রের জন্য হতাশ হয়ে ফিরে এসেছি।'

করণ জানান, সেই বড় তারকা অর্থাৎ সালমান তার বোনের কাছ থেকে চিত্রনাট্যের ব্যাপারে আগেই জানতেন। পরের দিনই তিনি করণকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেন।

করণ আরও জানিয়েছেন, তিনি যে তার চিত্রনাট্য সালমানকে শোনানোর সুযোগ পাবেন, সেটা স্বপ্নেও ভাবেননি। করণ আরও লেখেন, "অনেক প্রার্থনা করে তার কাছে গিয়ে সিনেমার শুরুটা শোনালাম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি বললেন, 'আমি ছবিটা করব'।"

এ সিনেমার দ্বিতীয়ার্ধে সালমানের প্রবেশের কথা। করণ জানান, তা জানা সত্ত্বেও সালমান রাজি হন। সালমান নাকি করণকে বলেছিলেন, 'আমি তোমার বাবাকে ভালোবাসি এবং এ সিনেমা না করলে আমার বোন হয়তো আমাকে মেরে ফেলবে।'

এরই সঙ্গে করণ লেখেন, 'এভাবেই আমি আমার প্রথম সিনেমা আমন (সিনেমায় সালমানের চরিত্রের নাম) খানকে খুঁজে পাই।'

এখানেই শেষ নয়। করণের পোস্টে সুদীর্ঘ ২৫ বছর পর আবার সালমানের সঙ্গে কাজের ঘোষণা দিয়েছেন করণ। জানা গেছে আগামী বছর 'দ্য বুল' সিনেমায় অভিনয় করবেন সালমান। 'শেরশাহ' সিনেমার পরিচালক বিষ্ণুবর্ধন নাকি এটি পরিচালনা করবেন।

করণ তার পোস্টে লিখেছেন, '২৫ বছর পর আমরা আবার এক সঙ্গে কাজ করতে চলেছি। তবে এখনই এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চাই না।' এটাই জন্মদিনে সালমান ভক্তদের জন্য বিশেষ ঘোষণা।

নিজের স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করলেন অভিনেতা রণিত রায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বাঙালি বলিউড তারকা রণিত রায় সিরিয়াল থেকে সিনেমা সব কিছুতেই নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তিনিই কিনা এবার নিজের স্ত্রী নীলম সিংকে আবার বিয়ে করে আলোচনায় আসলেন। রণিত নিজের ইনস্টাগ্রামে বেশ কয়েকটি ভিডিও পোস্ট করেছেন, তাতে এমন দৃশ্য দেখা যায়।

অন্য ভিডিওর কোনোটিতে মালা বদল করছেন, কোনোটিতে শুভ দৃষ্টি বিনিময় করছেন নীলম-রণিত। তবে এসব কোনো সিনেমা বা নাটকের দৃশ্য নয়। বরং বাস্তব জীবনে ফের বিয়ে করলেন তারা। জানা গেছে, ২০তম বিবাহবার্ষিকীকে আরও বিশেষ করে তোলার জন্য স্ত্রী নীলমকে আবার বিয়ে করলেন অভিনেতা।

২০০৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর মডেল-অভিনেত্রী নীলম সিংকে বিয়ে করেন রণিত। গতকাল ছিল এ দম্পতির ২০তম বিবাহবার্ষিকী। বিশেষ এই দিনে স্ত্রীকে ফের বিয়ে করলেন রণি। এ অভিনেতার ভাষ্য, 'পুরোনো শপথগুলো ফের ঝালিয়ে নিলাম।'

রণিত রায় একটি ভিডিওর ক্যাপশনে লিখেছেন, 'আমাকে আবারো বিয়ে করবে?' অন্য ভিডিওর ক্যাপশনে তিনি লিখেছেন, 'দ্বিতীয়বার কেন, হাজারবার বিয়ে করব। ২০তম বিবাহবার্ষিকী আমার ভালোবাসা।' রণিত রায়ের এমন ঘটনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন নেটিজেনরা।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অভিনয় ক্যারিয়ার শুরু করেন রণিত রায়। তারপর 'কসৌটি জিন্দেগি কে', 'কিউকি সাঁস ভি কাভি বহু থি' মেগা সিরিয়ালে অভিনয় করে তাক লাগিয়ে দেন তিনি। ভারতের সনি টেলিভিশনের জনপ্রিয় ধারাবাহিক 'আদালত'-এর সুদর্শন ও বুদ্ধিদীপ্ত যুবক কে. ডি. পাঠকের চরিত্র রূপায়ন করে দারুণ জনপ্রিয়তা লাভ করেন রণিত।

যদিও নীলম রণিতের প্রথম স্ত্রী নন। আগেও তিনি বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু সেই বিয়ে টেকেনি। জোহাইনা মুমতাজ খান ছিলেন তাঁর প্রথম স্ত্রী। সেই বিয়ে থেকে এক সন্তান আছে রণিতের। কন্যার নাম ওনা। দিলীপ কুমারের ভাগ্নিকে বিয়ে করেছেন তিনি। বিয়ে ভাঙার কারণও জানা যায়নি। তবে রণিতের কন্যা এবং তার প্রথম স্ত্রী মার্কিন মুলুকে থাকেন।

নীলমের সঙ্গে রণিতের বিয়ে হয় প্রেম করে। প্রথম দেখাতেই একে-অপরকে ভালবেসে ফেলেছিলেন তারা। তিন বছর প্রেম করার পর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিয়ে করবেন। তবে তারা খুবই সুখী দম্পতি, না হলে কেউ নিজের বউকেই দ্বিতীয়বার বিয়ে করে!

বান্ধবীকে নিয়ে ঘুরতে গিয়েও ট্রলের শিকার দিশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনেক দিন বড় পর্দায় দেখা মেলেনি দিশা পাটানির। হাতেও তেমন বড় কোনো কাজ নেই। এর পরও আলোচনায় আছেন নানাভাবে। সেই আলোচনা যতটা না অভিনয়ের জন্য, তারচেয়ে বেশি প্রেম ও ফ্যাশন সচেতনতা নিয়ে। যদিও বেশির ভাগ সময় আলোচনার মোড় ঘুরে তা ট্রলে পরিণত হয়। এরপরও এ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি দিশাকে। যে জন্য আরও একবার এ বলিউড তারকাকে নিন্দা কুড়াতে হলো নেটিজেনদের কাছ থেকে।

গত কয়েক দিন ধরে বলিউড অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী মৌনী রায়ের সঙ্গে থাইল্যান্ড চষে বেড়াচ্ছেন দিশা। এ সফরের ছবি ও ভিডিও নিয়মিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে যাচ্ছেন। যেখানে দেখা গেছে, কখনও সুইমস্যুট পরে পুলে, আবার কখনও বিকিনি পরে সমুদ্রসৈকতে ছুটে বেড়াচেছন দুই অভিনেত্রী। এর আগেও খোলামেলা পোশাক নিয়ে বহুবার নিন্দিত হয়েছেন দিশা। কিন্তু কখনোই বিষয়টি সেভাবে পাত্তা দেননি। তাই থাইল্যান্ড সফরে গিয়েও খোলামেলা পোশাকেই ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তবে পোশাক নয়, এবার নেটিজেনদের চোখে বিষয়টি অন্যভাবে ধরা দিয়েছে। তা হলো মৌনীর সঙ্গে একটু অতিমাত্রার ঘনিষ্ঠতা। এ দুই অভিনেত্রীর বন্ধুত্ব অনেক দিনের, এটি অনেকেই জানেন। কিন্তু এতটা অন্তরঙ্গ অবস্থায় কখনও কোনো ছবির ফ্রেমে ধরা দেননি তারা। সে কারণে নানা প্রশ্ন তৈরি হয়েছে নেটদুনিয়ার বাসিন্দাদের মনে; যা নিয়ে ট্রলও শুরু করে দিয়েছেন তারা। অথচ এ নিয়ে কোনো প্রতিক্রিয়াই দেখাননি দিশা পাটানি, বরং নিজের ইচছামতোই সময়টা উদযাপন করে যাচ্ছেন তিনি!

এদিকে বলিউডে গুঞ্জন, টাইগার-দিশার ভেঙে যাওয়া প্রেম নতুন করে জোড়া লেগেছে। কিছুদিন আগে মুম্বাই থেকে দিল্লিতে একই বিমানে উড়ে আসতে দেখা গেছে তাদের। শুধু তা-ই নয়, একসঙ্গে একই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। পাশাপাশি বসেছেন। হাসিমুখে কথা বলতেও দেখা গেছে তাদের। সেই মুহূর্তের বেশকিছু ছবি ও ভিডিও এরই মধ্যে ভাইরাল হয়েছে। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানের পর আর কোথাও তাদের একসঙ্গে দেখা যায়নি।

টাইগার শ্রফ ও দিশা পাটানির প্রেম টানা কয়েক বছর বলিউডের আলোচনার বিষয় ছিল। সেই প্রেমের ইতি টানায় অবাক হয়েছিলেন অনেকেই। বিচ্ছেদের পর টাইগারকে অন্য এক তরুণীর সঙ্গে দেখা গেছে; যা দেখে অনেকের ধারণা, নতুন করে প্রেমে পড়েছেন এ অভিনেতা। একইভাবে দিশাও আলেকজান্ডার অ্যালেক্স নামে এক তরুণের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে।

ম্যানসিটি মেসি আর

স্প্যানিশ মেয়েদের মুগ্ধতা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আবারও নতুনের আগমনী বার্তা, প্রকৃতির নিয়মে পুরাতনকেও ছাড়তে হবে স্থান। তবে স্থান ছাড়লেও কালের পরিক্রমায় পুরাতনকে পুরোপুরি মুছে ফেলা যায় না। নতুনকে পথ চলতে পুরাতনকেও মনে করতে হয়। হয়তো সেই পুরাতনের কাছ থেকে নিতে হয় অনেক শিক্ষা। কারও কাছে আবার নতুন আসে দিন বদলের আবহে, আগের জীর্ণতা হতাশা ভোলার উপলক্ষ হয়ে। কয়েক দিন পর সেই নতুনের পথচলা শুরুর আগে পুরাতন পৃষ্ঠাগুলো খানিকটা এদিক-ওদিক করে দেখা যেতেই পারে। আজ সেই দেখার প্রথম পর্বে থাকছে ২০২৩ সালের আন্তর্জাতিক ফুটবলের উল্লেখযোগ্য ঘটনাক্রম-

রঙিন অধ্যায়ের সমাপ্তি: ইউরোপিয়ান ফুটবলে এক যুগের বেশি সময় শাসন করেছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো ও লিওনেল মেসি। সেরার লড়াই, রেকর্ড ভাঙা কিংবা শিরোপা জেতার দৌড়ে তারা ছিলেন প্রথম আর দ্বিতীয়। ২০২৩ সালে এই অধ্যায়টি পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। যদিও রোনালদো তার আগেই ইউরোপের খাতাটা বন্ধ করে চলে যান সৌদির ক্লাব আল নাসরে। এর পর নেইমারও তাঁর দেখানো পথ ধরে যোগ দেন আল হিলালে। আর মেসি সৌদিতে না গিয়ে মেজর সকার লিগের ক্লাব ইন্টার মায়ামিতে নাম লেখান। এই তিনজনের ত্রিমুখী ক্লাব বেছে নেওয়ার সুবাদে দীর্ঘ সময়ের একটা পথের সমাপ্তি ঘটে। এখন তাদের বাইরে নতুনদের সুযোগ। সেই সুযোগটা কাজে লাগাতে চাইছেন হালান্ড, এমবাপ্পেরা। তবে মেসি কিংবা রোনালদো যতটা দ্যুতি ছড়িয়েছেন, ততটা এরা পারবেন কিনা সেটা নিয়ে ফুটবলবোদ্ধাদের ঘোর সন্দেহ। কেউ বলছেন, তাদের মতো মহাতারকা আর পাবে না ফুটবলবিশ্ব। তারা ফুটবলকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান। আরও কয়েক বছর হয়তো আলোচনায় থাকবেন। তবে ইউরোপে যেমন রং ছড়িয়েছেন তেমন হবে না।

ম্যানসিটির স্বপ্নপূরণ: প্রতি মৌসুমে খেলোয়াড় কিনতে একটুও অলসতা করে না ম্যানসিটি। তাদের মালিক পক্ষের কথা হলো, অর্থ যা লাগে দেব, কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স লিগটা চাই। শেষ পর্যন্ত সে চাওয়াটাই পূরণ হলো। ২০২৩ সালটা তাই সিটি সমর্থকদের জন্য স্পেশাল বছর হয়ে থাকবে। কারণ এ বছরই ইন্টারকে হারিয়ে আরাধ্যের চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ঘরে তোলে ম্যানসিটি।

নিন্দিত-নন্দিত নেইমার: নেইমার সৌদিতে যাবেন, ভাবতেও পারেননি তাঁর সমর্থকরা। এ নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে চলে আলোচনা। এই বয়সে তাঁর থাকার কথা ইউরোপের সিংহাসনে। সেই নেইমার কিনা মেসি, রোনালদোর পর চলে গেলেন ইউরোপ ছেড়ে। যদিও পরে সেই আলোচনা থামিয়ে আল হিলালের হয়ে মাঠে নামেন নেইমার। নতুন গুঞ্জন ওঠে সৌদিই শেষ নয়, সেখান থেকে আবার ইউরোপে ফিরবেন। এর মধ্যে চোটে পড়ে আবার আলোচনার বাইরে চলে যান এই ব্রাজিলিয়ান। এদিকে দলবদলের বাজারে নেইমারের পাশাপাশি ঝড় তুলেছিলেন রিয়াল মাদ্রিদে আসা বেলিংহাম। গত গ্রীষ্মে সর্বোচ্চ রেকর্ড ১০৩ মিলিয়ন ইউরো দিয়ে তাঁকে দলে টানে লস ব্লাঙ্কোসরা।

স্পেনের বিশ্বজয়ে কলঙ্কের দাগ: বছরের জুলাই ও আগস্টে নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয় নারী বিশ্বকাপের নবম আসর। যেখানে ফেভারিট হিসেবেই মিশন শুরু করে স্পেন। শেষ পর্যন্ত ফাইনালে তারা ইংল্যান্ডকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। যেটা তাদের প্রথম শিরোপা। কিন্তু এই প্রাপ্তিতে লেগে যায় কলঙ্কের দাগ। মূলত স্পেনের মেয়েদের উদযাপনের দিন দলটির তারকা খেলোয়াড় হারমোজকে জড়িয়ে চুমু দেন তাদের সেই সময়কার ফেডারেশনপ্রধান রুবিয়েলেস, যা নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। এর পর মেয়েদের তোপের মুখে রুবিয়েলেস পদ ছাড়তে বাধ্য হন।

মেসির শ্রেষ্ঠত্বের সর্বশেষ মুকুট: লিওনেল মেসি ইতি টানার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তবে সেটা ইউরোপ অধ্যায়ের। যখন কাতার বিশ্বকাপের ট্রফিটা হাতে নেন, তখনই বোধ হয় সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেন। এর পরের গল্প তো সবারই জানা। সৌদির মোটা অঙ্কের প্রস্তাব, আবার বার্সার টালবাহানার মধ্যে মায়ামিতেই ঘর বাঁধেন। এর মধ্যে ফুটবলের দুই মর্যাদার পুরস্কার ব্যালন ডি'অর ও ফিফা দ্য বেস্ট ওঠে এই আর্জেন্টাইনের হাতে। যে পুরস্কার আর জেতা হবে না তাঁর।

হারিয়েছি যাদের: জিয়ানলুকা ভিয়ালি: মাত্র ৫৮ বছরেই থেমে যায় তাঁর জীবনের ঘড়িটা। ক্যান্সারের সঙ্গে লম্বা সময় যুদ্ধটা চালিয়ে শেষ পর্যন্ত চলে যান না ফেরার দেশে। তবে ভিয়ালি চলে গেলেও তাঁর স্মৃতি ফুটবলের আঙিনায় থাকবে অম্লান। আশি-পরবর্তী ইতালির ফুটবলে আলো ছড়ানো এই স্ট্রাইকার ক্লাব ফুটবলেও ছিলেন উজ্জ্বল। খেলেছেন চেলসি, জুভেন্টাসের মতো দলের হয়ে।

জাস্ট ফন্তেইন : ১৯৫৮ বিশ্বকাপের জন্যই জাস্ট ফন্তেইনকে মনে রাখতে হবে। সেবার একাই ১৩ গোল করেছিলেন এই ফরাসি কিংবদন্তি। যদিও ফ্রান্সকে তৃতীয় হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। তবে এক আসরে এত গোলের রেকর্ডটি এখনও অক্ষুণ্ন। সেই ফন্তেইন ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে যান পরপারে।

স্যার ববি চার্লটন : ইংল্যান্ডের যে বিশ্বকাপটা এখনও সেরা। সেই ১৯৬৬-এর অন্যতম নায়ক ববি চার্লটন। সেবার ইংলিশদের আক্রমণভাগের ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন চার্লটন। শুধু তাই নয়, তাঁর নামের পাশে ইউরোর ট্রফিও। সেই চার্লটনও চলে যান এ বছরের ২১ অক্টোবর।

এভারটনকে হারিয়ে

শীর্ষ চারে উঠে এলো ম্যান সিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে এভারটনকে ৩-১ গেলে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ চারে ফিরলো ম্যানচেস্টার সিটি। গুডিসন পার্কে শুরুতে গোল হজম করলেও শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে ম্যান সিটি।

আক্রমণ-প্রতি আক্রমণের মাঝেই ২৯তম মিনিটে আঘাত হানে এভারটন। লক্ষ্যে প্রথম শট নিয়েই এগিয়ে যায় তারা। বাঁ দিক থেকে ম্যাকনিলের পাস ছয় গজ বক্সের মুখে পেয়ে ঠাণ্ডা মাথায় নিচু শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন ইংলিশ মিডফিল্ডার হ্যারিসন।

৩৩তম মিনিটে আবারও সিটির রক্ষণে ভীতি ছড়ায় এভারটন। কোনাকুনি শট নেন হ্যারিসন, ডান দিকে ঝাঁপিয়ে কোনোমতে বাঁ হাতের ছোঁয়ায় বল বাইরে পাঠান এদেরসন।

বিরতি থেকে ফিরে এসে দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে অসাধারণ নৈপুণ্যে সমতা টানেন ফোডেন। সিলভার পাস পেয়ে অনেক দূর থেকে বুলেট গতির কোনাকুনি শটে কাছের পোস্ট ঘেঁষে বল জালে পাঠান ইংলিশ মিডফিল্ডার।

৬১তম মিনিটে আলভারেসের ফ্রি-কিক রক্ষণ প্রাচীরের ওপর দিয়ে একটু বাঁক নিয়ে লক্ষ্যেই ছিল, ঝাঁপিয়ে এক হাত দিয়ে বল বাইরে পাঠান পিকফোর্ড। ওই কর্নারের ফলশ্রুতিতেই খুলে যায় গোলের দুয়ার। ডি-বক্সে জটলার মধ্যে শট নেন নাথান আকে, বল এভারটন মিডফিল্ডার আমাদু ওনানার হাতে লাগলে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। সোজাসুজি নেওয়া স্পট কিকে সিটিকে এগিয়ে নেন আলভারেস।

৭৫তম মিনিটে ফের গোল খেতে বসেছিল সিটি। তবে ইংলিশ ফরোয়ার্ড ডমিনিক ক্যালভার্ট-লুইনের কাছ থেকে নেওয়া শট পোস্টের একটু বাইরে দিয়ে যায়।

নিজেদের ভুলে ৮৬তম মিনিটে তৃতীয় গোলটি হজম করে এভারটন। বল ক্লিয়ার করতে ডি-বক্সের বাঁ দিকে বাইরে বেরিয়ে গেলেও ঠিকমতো শট নিতে পারেননি পিকফোর্ড। বল যায় ডিফেন্ডার ব্রানথোয়েটের পায়ে, কিন্তু তিনিও পারেননি দলকে বিপদমুক্ত করতে। তার থেকে বল কেড়ে নিয়ে কোনাকুনি শটে ঠিকানা খুঁজে নেন পর্তুগিজ মিডফিল্ডার সিলভা।

এ জয়ে লিগে ১৮ ম্যাচে ১১ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে পেপ গার্দিওলার দল। পাঁচ নম্বরে নেমে যাওয়া টটেনহ্যাম হটস্পারের পয়েন্ট ৩৬। অপরদিকে ১৯ ম্যাচে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে এভারটন।

১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। ১৮ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। আর ১৯ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তিন নম্বরে অ্যাস্টন ভিলা।

মুজিবের জায়গায় কাকে নেবে কলকাতা?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আইপিএলের আসন্ন সংস্করণে কলকাতা নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলার কথা ছিল আফগান তারকা স্পিনার মুজিব উর রহমানের। কিন্তু আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড এনওসি (নো অবজেকশন সার্টিফিকেট) না দেওয়ায় তার খেলার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

আইপিএল তো বটেই, বিশ্বের কোনো ফ্র্যাঞ্চাইজ লিগেই থাকতে পারবেন না তিন আফগান ক্রিকেটার ফজল হক ফারুকি, মুজিব উর রহমান এবং নাভিন উল হক। আগামী দুই বছরের জন্য এমন নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (এসিবি)। এ পরিস্থিতিতে আইপিএলের আগে মুজিবের বদলি হিসেবে তিন জন বিদেশি ক্রিকেটারের দিকে নজর থাকতে পারে কেকেআরের। এ তালিকায় শুরুতেই থাকতে পারেন তাবরাইজ শামসি। দক্ষিণ আফ্রিকার এই বাঁহাতি লেগ স্পিনার বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লিগে খেলেন। দেশের হয়েও বিশ্বকাপে খেলেছেন। মুজিবের পরিবর্ত হিসেবে তাকে নিতে পারে কেকেআর। এ ছাড়া নজর থাকতে পারে ইংলিশ স্পিনার আদিল রশিদের দিকেও। ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞ এই স্পিনারকে কোনো দল নিলামে কেনেনি। কিন্তু ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই বেশ দাপট রয়েছে রশিদের। হাত ঘোরানোর পাশাপাশি ব্যাটটাও খারাপ করেন না রশিদ। তাই মুজিবের বদলি হিসেবে তার কথাও ভাবতে পারে নাইট ম্যানেজমেন্ট। এ ছাড়া শাহরুখ খানের দল চিন্তা-ভাবনা করতে পারে ক্যারিবীয় বাঁহাতি স্পিনার আকিল হোসেনকে নিয়েও।

চোট কাটিয়ে জটা দলে ফেরায়

স্বস্তিতে লিভারপুল কোচ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চোটের কারণে চলতি মৌসুমে বেশ ভুগতে হচ্ছে লিভারপুলকে। মাঠের বাইরে আছেন কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সামনে আবার আফ্রিকান নেশন্স কাপের জন্য থাকবেন না মোহামেদ সালাহও। এমন সময়ে চোট কাটিয়ে দিয়োগো জটার ফেরা দলটির জন্য স্বস্তিদায়ক। কোচ ইয়ুর্গেন ক্লপের মতে, পুরো দলের চিত্র বদলে দিতে পারেন এই পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। প্রিমিয়ার লিগে গত নভেম্বরে ম্যানচেস্টার সিটির বিপক্ষে ম্যাচে পেশিতে চোট পেয়ে ছিটকে যান জটা। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৮ ম্যাচ বাইরে থাকার পর ফেরেন গত মঙ্গলবার লিগে বার্নলির বিপক্ষে। ৮৪তম মিনিটে বদলি হিসেবে নেমে জালের দেখাও পেয়ে যান তিনি। দারউইন নুনেসের গোলে শুরুতে এগিয়ে যাওয়ার পর নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে জটার লক্ষ্যভেদে ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে লিভারপুল। এই মৌসুমে এখন পর্যন্ত ১৮ ম্যাচে ৯টি গোল করেছেন জটা।

বিভিন্ন চোটের জন্য এখনও মাঠের বাইরে আছেন থিয়াগো আলকান্তারা, আলেক্সিস মাক আলিস্তেরসহ মোট সাতজন। আর আসছে আফ্রিকান নেশন্স কাপে অংশ নিতে শীঘ্রই দল ছাড়বেন এখন লিগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোলস্কোরার সালাহ। আফ্রিকান এই প্রতিযোগিতা আগামী ১৩ জানুয়ারি শুরু হয়ে চলবে ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। ফলে জটার মাঠে ফেরা এবং গোল পাওয়া লিভারপুলের জন্য দারুণ সুসংবাদ। ম্যাচের পর সংবাদ সম্মেলনে ২৭ বছর বয়সী এই ফুটবলারের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন ক্লপ।

তিনি জানান, আমি জটাকে ভালোবাসি, কিন্তু সে আগেও সুযোগ মিস করেছে। এটা এমন একটা ব্যাপার যা আমরা সবসময় দেখতে চাই, সবসময় এমন কিছু খেলোয়াড় যারা খেলার মধ্যে থাকে না এবং তারপর হুট করে তারা সব পরিবর্তন করতে পারে। দিয়োগো আমাদের জন্য একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। সে থাকার ফলে পুরো দলের গতি বদলে গেছে। ক্লপ বলেন, এবার সে যে গোলটি করেছে, সেটা এমন একজন করতে পারে যার দৃঢ় বিশ্বাস আছে। অবশ্যই ভালো টেকনিক, কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকার কারণ হল গত কয়েক সপ্তাহে পুনর্বাসনে থাকায় (নিজেকে নিয়ে) কোনো ধরনের সংশয় সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ হয়নি। প্রসঙ্গত, লিগে ১৯ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে আছে লিভারপুল। দলটির পরবর্তী ম্যাচ আগামী সোমবার, নিউক্যাসল ইউনাইটেডের বিপক্ষে।

নিউক্যাসলকে ধসিয়ে দিল নটিংহাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বক্সিং ডে ম্যাচে নিউক্যাসলের বিপক্ষে দুর্দান্ত এক জয় পেয়েছে নটিংহাম ফরেস্ট। নিউক্যাসলের মাঠে প্রথমার্ধে পিছিয়ে পড়ে দলটি। কামব্যাক করে নটিংহ্যাম জিতেছে ৩-১ গোলে। রেলিগেশন জোনে থাকা দলটি ধসিয়ে দিয়েছে সাত নম্বরে থাকা নিউক্যাসলকে। সেন্ট জেমস পার্কে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ২৩ মিনিটে লিড নেয় নিউক্যাসল ইউনাইটেড। পেনাল্টি থেকে গোল করেন দলটির স্ট্রাইকার অ্যালেক্সজান্ডার ইসাক। প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে ওই গোল শোধ করে নটিংহাম। গোল করে কাউলি উডরো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে লিড নেয় তিন পয়েন্ট পাওয়ার পরও টেবিলে ১৬তম অবস্থানে থাকা নটিংহাম। চলতি মৌসুমে শীর্ষ লিগে ফেরা নটিংহামের হয়ে ৫৩ মিনিটে গোল করেন উডরো। দলকে লিড এনে দেন তিনি। এরপর ৬০ মিনিটে গোল করে দলকে জয়ের পথে তুলে নেন। নিউক্যাসল আর ম্যাচে ফিরতে পারেনি।

শ্বাসরুদ্ধকর ম্যাচে

অ্যাস্টন ভিলাকে হারালো ম্যানইউ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আলেহান্দ্রো গারনাচোর জোড়া গোলে শ্বাসরূদ্ধকর এক ম্যাচ জয় করলো ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অ্যাস্টন ভিলাকে ৩-২ গোলের ব্যবধানে হারিয়েছে তারা।

আলেহান্দ্রো গারনাচোর জোড়া গোলের সঙ্গে ম্যানইউর হয়ে বাকি গোলটি করেন রাসমাস হজলান্ড। অ্যাস্টন ভিলার হয়ে গোল দুটি করেন জন ম্যাকগিন এবং লিয়েন্ডার ডেনডঙ্কার।

এবারের লিগে পয়েন্ট টেবিলে ম্যানইউর চেয়ে এগিয়ে রয়েছে অ্যাস্টন ভিলা। ১৮ ম্যাচে ৩৯ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে ছিলো তারা। ম্যানইউ ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ছিল ৮ম স্থানে। এই ম্যাচে হারলেও তৃতীয় স্থানেই রয়েছে ভিলা। তবে ম্যানইউ এগিয়েছে ২ ধাপ। ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে ৬ষ্ঠ স্থানে।

ঘরের মাঠে হলেও ম্যাচটি ছিল ম্যানইউর জন্য এক অগ্নি পরীক্ষা। বোর্নমাউথ, বায়ার্ন মিউনিখ এবং সর্বশেষ ওয়েস্টহ্যাম ইউনাইটেডের কাছেও হেরেছিলো তারা। মাঝে শুধু লিভারপুলের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছিলো। টানা হার এবং জয়ের মুখ না দেখায় ম্যানইউ কোচ এরিক টেন হাগও ছিলেন উত্তপ্ত কড়াইয়ের ওপর যেন। যে কোনো সময় চাকরি যায় যায় অবস্থা তার। এমন পরিস্থিতিতে এই জয় যেন উষর মরুতে এক ফোটা পানির মত।

সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ১১ ম্যাচ পর এই প্রথম হারলো অ্যাস্টন ভিলা। ৩৯ ম্যাচে এটা তাদের তৃতীয় হার। ওল্ড ট্র্যাফোর্ডেই ম্যাচের শুরু থেকে নিজেদের সমর্থকদের কাছ থেকে ধুয়ো ধ্বন্তি শুনতে হয়েছে ম্যানইউ ফুটবলারদের। কোচ টেন হ্যাগকেই বেশি টার্গেট করেছিলো সমর্থকরা। সবচেয়ে বড় কথা প্রথমার্ধেই ২-০ গোলে পিছিয়ে পড়েছিলো ম্যানইউ।

ম্যাচের ২১তম মিনিটে প্রথমে ম্যানইউর জালে বল জড়িয়ে দেন জন ম্যাকগিন। ৫ মিনিটের ব্যবধানে আবারও গোল। ২৬তম মিনিটে এবার গোল করেন অ্যাস্টন ভিলার লিয়ান্ডার ডেনডঙ্কার।

দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে ঘুরে দাঁড়ায় ম্যানইউ। ৫৯ মিনিটে প্রথম গোল করেন আলেহান্দ্রো গারনাচো। ১২ মিনিট পর, ম্যাচের ৭১তম মিনিটে করেন দ্বিতীয় গোল। সমতায় ফিরে ম্যানইউ। ৮২তম মিনিটে গিয়ে জয়সূচক গোল করেন রাসমাস হজলান্ড। ১০২৭ মিনিট পর প্রিমিয়ার লিগে গোলের দেখা পেলেন তিনি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR